স্মৃতি অম্লান

৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স /২০১৪

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা।

৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স /২০১৪

বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

সম্পাদনায় : মোঃ দবিরুল ইসলাম

প্রচ্ছদ : মীর মোশারেফ হোসেন

নামকরণ : স্মৃতি অম্লান

সহযোগিতায় : মোহাম্মদ আলী, রফিক, মঞ্জু, কানাই, জিলানী সুলতান, সেলিম, সুশীল, আযীযুর রহমান, জয়ন্তী শহীদুল্লাহ ও রুহুল আমিন।

প্রকাশনায় : ৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীগন, ২০১৪

প্রকাশকাল : ২০ ফেব্রুয়রি / ২০১৪

ফটোগ্রাফি : জনাব রেজাউল করিম, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

গ্রাফিক্স : মোঃ রকিবুল ইসলাম লিসন

মুদ্রণে : ঢাকা প্রিন্টার্স
২৯৭, বাকুশাহ মার্কেট, ৫ম গলি, ব্লক-বি
ঢাকা-১২০৫, মোবাইল : ০১৯১৫১৩৪৭৩৯

এ. জেড. এম শফিকুল আলম
রেক্টর
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত ৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (১৪-০১-২০১৪ হইতে ২৭-০২-২০১৪) এর প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে গড়ে ওঠা পারস্পরিক হৃদ্যতা ও সুদৃঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধনের স্মারক এ স্যুভেনির প্রকাশ। এজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত, এর উদ্যোক্তাগণকে স্বাগত জানাই।

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। অফিসের কাজে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতা অর্জনে এর কোন বিকল্প নেই। এ কোর্স থেকে অর্জিত জ্ঞানের পাশাপাশি প্রায়োগিক দক্ষতার সংযোগ থাকায় প্রশিক্ষণার্থীরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে একটি আকর্ষণীয় স্যুভেনির প্রকাশের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্মজীবনের পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

এ. জেড. এম শফিকুল আলম

মোঃ আকরাম হোসেন
(এম ডি এম) কোর্স উপদেষ্টা
৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে একটি স্যুভেনির প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি তাদের এ উদ্যোগের প্রশংসা করি।

পেশাগত দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা, সততা ও আত্মবিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। দীর্ঘ ৪৫ দিন প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রশিক্ষণার্থীগণ যে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করেছেন ভবিষ্যত কর্মজীবনে তার সঠিক প্রয়োগ করে দেশের উন্নয়নে মূল্যবান অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ স্যুভেনির শুধুই স্মৃতি নয় বরং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা এক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে এ আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তগণের ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর, সার্থক ও আনন্দময় হোক এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এবং প্রকাশনায় সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

মোঃ আকরাম হোসেন

আলী ইউসুফ মোহাম্মদ সুলতান নূর
কোর্স পরিচালক
৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে একটি স্যুভেনির প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি তাঁদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। দীর্ঘ ৪৫ দিনের এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁরা যে দক্ষতা ও জ্ঞানার্জন করেছেন কর্মজীবনে তার সঠিক প্রয়োগ করে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

এই প্রশিক্ষণে পরস্পরের মধ্যে যে সহমর্মিতা ও বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়েছে, আশা করছি আগামী দিনগুলোতে তা আপনাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি আরো প্রত্যাশা করছি উন্নয়ন ও জনকল্যাণের অভিযাত্রায় আপনাদের সযত্ন প্রয়াস নিবেদিত থাকবে নিত্যদিন।

আলী ইউসুফ মোহাম্মদ সুলতান নূর

ড. এম জোবায়ের এনামুল করিম

কোর্স সমন্বয়ক

৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

কে, এম, আব্দুল কাদের

কোর্স সমন্বয়ক

৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

মোঃ দবিরুল ইসলাম
সভাপতি
সাহিত্য-সংস্কৃতি ও প্রকাশনা কমিটি
৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স/২০১৪

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত ৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে স্যুভেনির প্রকাশ করতে পেরে আনন্দবোধ করছি।

প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিপিএটিসি প্রশিক্ষণনার্থীগণকে দক্ষ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। সে লক্ষ্যে বিপিএটিসি ৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। স্যুভেনিরটি প্রকাশে রেক্টর মহোদয়, কোর্স উপদেষ্টা, কোর্স পরিচালক ও কোর্স সমন্বয়কারীগণ যে উৎসাহ ও প্ররণা দিয়েছেন সেজন্য আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। এ প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের মেধার বিকাশ সাধন ও দক্ষতা দৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। প্রশিক্ষণে অর্জিত দক্ষতা ও মেধা কাজে লাগিয়ে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশাসনিক দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। নিয়তিম সকল কোর্সের ন্যায় বিদেশ সফরের সুযোগ পেলে তা বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মস্থলে আরো নিষ্ঠার সাথে অধিকতর দায়িত্ব পালনে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

অসংখ্য ঘটনা প্রবাহের মধ্যে আমাদের জীবন প্রতিনিয়তই আবর্তিত হচ্ছে। ভাল-মন্দ, আনন্দ-বেদনা সব মিলিয়েই আমাদের পথচলা। আমরা সবকিছুই ধরে রাখতে চাই। কিন্তু আমদের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। আবার অনেক কিছুই ভুলে যেতে চাই কিন্তু ভুলতে পারি না। তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণকালীন গড়ে উঠা পারস্পরিক হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন তৈরির লক্ষ্যেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সময় স্বাল্পতার কারণে স্যুভেনিরটি আরো আকর্ষণীয় করা সম্ভব হয়নি। এটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সতর্কতা সত্ত্বেও রয়ে যাওয়া ত্রুটির জন্য ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। সকল প্রশিক্ষণাথী বন্ধু যারা লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে স্যুভেনিরটি প্রকাশে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে আমার ঋণ চিরদিনের। জীবনের বাকী দিনগুলো সকলের সুন্দর হোক, আনন্দময় হোক। পরিশেষে বসন্তের আগমনে সকলের হৃদয় বিকশিত হোক, পুষ্পিত হোক, এ কামনা করে শেষ করছি।

মোঃ দবিরুল ইসলাম

মোঃ দবিরুল ইসলাম

নাম ঃ **মোহাম্মদ আলী তপাদার**
পদবী ও কর্মস্থল ঃ সহকারী সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ঠিকানা ঃ বর্তমান ঃ ৩১. হাটখোলা রোড, টিকাটুলী, ঢাকা।
স্থায়ী ঃ গ্রাম-পূর্বচর কৃঞ্চপুর, থানা-হাইমচর
জেলা-চাঁদপুর।
রক্তের গ্রুপ ঃ B- Negative
প্রিয় ব্যক্তিত্ব ঃ আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)
শখ ঃ মানুষের সেবা করা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি ঃ খুবই ভাল লাগছে।
ফোন ঃ ০১৯৩২৭১৫২৮৬
ই-মেইল ঃ mohammadtapadar@gmail.com

নাম ঃ **আমানত উল্লা খান**
পদবী ও কর্মস্থল ঃ সহকারী সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়।
ঠিকানা ঃ বর্তমান ঃ বাসা-১০,লাইন-৬, ব্লক-ডি,
সেকশন-১৪, কাফরুল, ঢাকা।
স্থায়ী ঃ গ্রাম-সাপদী, চাঁদপুর, জেলা-চাঁদপুর।
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব ঃ আমার পিতা মরহুম ফজলুর রহমান খান
শখ ঃ উদ্ধৃতি সংগ্রহও গান শোনা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি ঃ মনোরম পরিবেশে প্রশিক্ষনটি চমক প্রদ।
ফোন ঃ ০১৭১০৮২৮৬২৭
ই-মেইল ঃ

নাম ঃ **মোঃ নূরুন নবী চৌধুরী**
পদবী ও কর্মস্থল ঃ সহকারী সচিব, অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ঠিকানা ঃ বর্তমান ঃ বাসা-২, রোড-১০, ব্লক-ডি, সেকশন-৬
মিরপুর, ঢাকা।
স্থায়ী ঃ গ্রাম-ঘোড়শাল, ডাকঘর-বেলতৈল,
উপজেলা-শাহজাদপুর, জেলা-সিরাজগঞ্জ।
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব ঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)
শখ ঃ মহৎ ব্যক্তিদের জীবন সম্বন্ধে জানা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি ঃ দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষনের বিকল্প নেই।
ফোন ঃ ৯৫৬৫৭৩৩ (অফিস)
মোবাইল ঃ ০১৬৭১৮২৬৪০৩
ই-মেইল ঃ

নাম	**ঃ আবদুল মতলেব হাওলাদার**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী সচিব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ ৮৫/ই. আজিমপুর, কলোনী, ঢাকা।
স্থায়ী	ঃ গ্রাম+ডাকঘর-রবিপুর, থানা-বাকেরগঞ্জ জেলা-বরিশাল।
রক্তের গ্রুপ	ঃ A- Negative
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ নবী করিম (সাঃ)
শখ	ঃ ভ্রমণ করা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ হারানো জীবন ফিরে পাওয়া।
ফোন	ঃ ০১৫৫২৪৯৮৮২২
ই-মেইল	ঃ motlebhowlader@yahoo.com

নাম	**ঃ কানাই লাল শীল**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী সচিব, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সবিবালয়, ঢাকা।
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ ৩৬/১ (আই) আজিমপুর, কলোনী, লালবাগ, ঢাকা।
স্থায়ী	ঃ গ্রাম-দক্ষিণ দাশপাড়া, উপজেলা-দশমিনা জেলা-পটুয়াখালী।
রক্তের গ্রুপ	ঃ B+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ আমার বাবা
শখ	ঃ গান শোনা ও ছবি তোলা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ দাপ্তরিক কার্যসম্পাদন ও দক্ষতা অর্জনে এ প্রশিক্ষনের বিকল্প নেই।
ফোন	ঃ ৯৫৪০২১৬ (অফিস) ৮৬২৩০২১ (বাসা) মোবাইল ঃ ০১৭১৮৭৩৮৪০২
ই-মেইল	ঃ kanai64@gmail.com

নাম	**ঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ ১০/সি, রায়ের বাজার ষ্টাফ কোয়াটার ধানমন্ডি-১৫, ঢাকা-১২০৯।
স্থায়ী	ঃ গ্রাম-পলটিপাড়া, ডাকঘর-ভূইয়ার বাজার, উপজেলা-গৌরীপুর, জেলা-ময়মনসিংহ।
রক্তের গ্রুপ	ঃ AB+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ হযরত মুহম্মদ (সঃ)
শখ	ঃ মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পড়া।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ কোলাহলমুক্ত শান্তিময় পরিবেশ।
ফোন	ঃ ৮১২০৮৬৬ (বাসা) মোবাইল ঃ ০১৭১৫৩২৪১৪৮
ই-মেইল	ঃ rias.mlwa@gmail.com

নাম	**ঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বেপারী**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী সচিব (বাজেট ও হিসাব) শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ ৭৯৬, মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা।
স্থায়ী	ঃ গ্রাম-উত্তর মোড়াকাঠী, উপজেলা-উজিরপুর, জেলা-বরিশাল।
রক্তের গ্রুপ	ঃ A+
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)
শখ	ঃ টেলিভিশন দেখা, পত্রিকা পড়া, বই পড়া।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ প্রশিক্ষকগণের সর্বাধিক সহযোগিতায় নতুন নতুন চিন্তা শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক বলে আমি মনে করি।
ফোন	ঃ ৯৫৮৫১৮৩ (অফিস) ০১৭১৪৬৪৩২৩৬
ই-মেইল	ঃ m_jahangir11@yahoo.com asbudget@moind.gov.bd

নাম	**ঃ মোঃ দবিরুল ইসলাম**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী সচিব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ ২৫/৭ গ্রীন রোড সরকারি কোয়াটার, ঢাকা।
স্থায়ী	ঃ গ্রাম-বাকাল, পোঃ বাকাল, উপজেলা-আগৈলঝাড়া, জেলা-বরিশাল।
রক্তের গ্রুপ	ঃ AB+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)
শখ	ঃ লেখালেখি করা, পবিত্র কোরান পাঠ ও তিলাওয়াত শোনা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ Very nice. The scenic beauty, calm and quiet congenial environment of PATC for proper training to build up the capacity of officers for our administration and sustainable development charmed me. I enjoyed cevery sessions, every moment. In the rest of my life, I will never forget the days with my colleagues here.
ফোন	ঃ ০১৭৩৮০৮১১১৭, ৯৫৪০১৪২ (অফিস)
ই-মেইল	ঃ dabirulislam2014@yahoo.com

নাম : **মোরশেদা আখ্‌তার**
পদবী ও কর্মস্থল : সহকারী সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ঠিকানা : বর্তমান : বি-১১৫/সি-৮, এজিবি কলোনী
(হাসপাতাল জোন) মতিঝিল, ঢাকা।
স্থায়ী : গ্রাম-চুলা, ডাকঘর-চুলাবাজার,
থানা-মনোহরদী, জেলা-নরসিংদী।
রক্তের গ্রুপ : O+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : ১। হযরত মুহম্মদ (সঃ) ২। আমার বাবা ও মা
শখ : বই পড়া, টিভি দেখা, বাগান করা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি : সুন্দর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রশিক্ষন নিচ্ছি, খুবই ভালো লাগছে। তবে প্রচন্ড শীতে কূপোকাত হবার যোগাড়।
ফোন : ০১৭২৮৭৭৭৫৪৪, ০১৫৫৩৬৩৫৫৭৩
ই-মেইল : morsheda04@hotmail.com

নাম : **মোঃ মহিউদ্দিন**
পদবী ও কর্মস্থল : সহকারী সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ঠিকানা : বর্তমান : ঐ
স্থায়ী : গ্রাম-গোলবুনিয়া, থানা-রাংখাবালা
জেলা-পটুয়াখালী।
রক্তের গ্রুপ : A+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : আমার পিতা।
শখ : গান শোনা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি : ভাল লাগছে।
ফোন : ০১৭১৬৫৬৪০৭৭
ই-মেইল :

নাম : **মোঃ জাহাঙ্গীর আলম**
পদবী ও কর্মস্থল : সহকারী সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ঠিকানা : বর্তমান : বি-৭, সি-৮, তালতলা সরকারী কলোনী, ঢাকা
স্থায়ী : গ্রাম+পোঃ কড়িহাটি, চাটখিল নোয়াখালী।
রক্তের গ্রুপ : B+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : হযরত মোহাম্মদ (সঃ)
শখ : ঔষধী গাছের বাগান করা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি : সুশৃঙ্খল সুন্দর পরিবেশে আনন্দদায়ক প্রশিক্ষণ।
ফোন : ৯৫৭৪০৫১
মোবাইল : ০১৯৪৭৬৮২৪১৬
ই-মেইল :

নাম	ঃ **কালাচাঁদ সরকার**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী সচিব, প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ বি-২৬, সি-৫, আগারগাঁও তালতলা সরকারী কলোনী, ঢাকা।
স্থায়ী	ঃ গ্রাম ও ডাকঘর-চরামদ্দি, থানা-বাকেরগঞ্জ জেলা-বরিশাল-৮২০০।
রক্তের গ্রুপ	ঃ O+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ শ্রী রামকৃষ্ণ।
শখ	ঃ খেলাধুলা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ চাকুরীর সকল স্তরে শেষ জীবন পর্যন্ত প্রশিক্ষন প্রয়োজন।
ফোন	ঃ ৯১২১০৮২ (বাসা) ০১৯১৬০৩৪৫১৯
ই-মেইল	ঃ kalachandbd@yahoo.com

নাম	ঃ **মোঃ সুলতান আহমেদ**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী সচিব ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ বি-২৫, সি-৩ আগারগাঁও তালতলা সরকারী কলোনী, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
স্থায়ী	ঃ গ্রাম ও ডাকঘর-সাজাইল, উপজেলা-কাশিয়ানী জেলা-গোপালগঞ্জ।
রক্তের গ্রুপ	ঃ O+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)
শখ	ঃ বই পড়া, কবিতা লেখা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ শিক্ষার তীর্থ ক্ষেত্র, শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা অন্যতম বৈশিষ্ট। সবার সঙ্গে সুন্দরভাবে দিনগুলো কেটেছে।
ফোন	ঃ ০১৫৫২৪৯৯৩৯৩
ই-মেইল	ঃ sultan-mopt@yahoo.com

নাম	ঃ **মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী সচিব বানিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ ৪৫, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০।
স্থায়ী	ঃ গ্রাম+পোঃ গোপালনগর উপজেলা-ব্রাক্ষনপাড়া, কুমিল্লা।
রক্তের গ্রুপ	ঃ B+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ হযরত মুহম্মদ (সঃ)
শখ	ঃ Religious Discussion.
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ So Nice.
ফোন	ঃ ০১৯১৮১৮৩২৮৯
ই-মেইল	ঃ mdshahidullah60@yahoo.com

নাম	**ঃ মীর মোশারেফ হোসেন**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়।
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ ৩/২৫ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
স্থায়ী	ঃ গ্রাম-ইছাকাঠী, পোঃ-কাশীপুর, ওয়ার্ড-২৯ থানা-বিমানবন্দর, বরিশাল।
রক্তের গ্রুপ	ঃ B+
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ হযরত মোহাম্মদ (সঃ)
শখ	ঃ পবিত্র কোরবানের তাফসির শোনা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ পেশাগত দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষনের বিকল্প নেই। বিপিটিসি'র প্রশিক্ষন খুবই প্রসংশনীয়।
ফোন	ঃ ৯৫৫৬৯৭০ (অঃ) ০১৭২৬২৯৮২১৮
ই-মেইল	ঃ mmhossain1965@gmail.com

নাম	**ঃ মোঃ গোলাম জিলানী**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী সচিব, সড়ক বিভাগ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ ৩৩/১-ই, আজিমপুর সরকারী কলোনী।
স্থায়ী	ঃ সড়ক ঃ শহীদ বাদল সড়ক, বাগেরপার পোঃ+থানা+জেলা-মাদারীপুর মদর।
রক্তের গ্রুপ	ঃ A+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ জাতীর জনক বংঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
শখ	ঃ গান শোনা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ প্রশিক্ষনের বিকল্প নেই।
ফোন	ঃ ০১৭১৬২০৩৪০২
ই-মেইল	ঃ sasrhe3@moc.gov.bd

নাম	**ঃ সুশীল কুমার পাল**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী সচিব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ বি-২৮/জি-১০, মতিঝিল এজিবি কলোনী, ঢাকা।
স্থায়ী	ঃ গ্রাম-হাতকুন্ডলী, পোঃ নাড়িয়াপাড়া উপজেলা+জেলা-নেত্রকোনা।
রক্তের গ্রুপ	ঃ A+
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ শ্রী গৌড়াংঙ্গ মহাপ্রভু
শখ	ঃ খেলাধুলা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ মনোরম পরিবেশ ভাল লেগেছে।
ফোন	ঃ ০১৯১৩৪৮৫৯২৪
ই-মেইল	ঃ sushilpaul-68@gmail.com

নাম	**ঃ নাজমুল হক**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী সচিব বানিজ্য মন্ত্রণালয়।
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ বি-১৫/ডি-১১, সোবানবাগ গভঃ অফিসার্স কোয়াটার, ঢাকা।
স্থায়ী	ঃ নিউ টাউন, পোঃ ও জেলা কিশোরগঞ্জ।
রক্তের গ্রুপ	ঃ B+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ হুমায়ূন আহমেদ
শখ	ঃ ভ্রমণ।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ BPATC arranged a fruitful training for us. I diseovered BPATC as a worldclass Training Organization.
ফোন	ঃ ০১৭২৭৩০৭০৫৪
ই-মেইল	ঃ nhoque67@gmail.com

নাম	**ঃ মনজুর আহমেদ**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ বি-১১৩/সি-৪, মতিঝিল কলোনী, হাসপাতাল জোন, মতিঝিল, ঢাকা।
স্থায়ী	ঃ গ্রাম-সমসাবাদ, ডাকঘর-ষোলঘর উপজেলা-শ্রীনগর, জেলা-মুন্সীগঞ্জ।
রক্তের গ্রুপ	ঃ B+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ হযরত মুহম্মদ (সঃ)
শখ	ঃ বই পড়া, গান শুনা ইত্যাদি।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ মনোরম পরিবশে সুশৃঙ্খল নিয়মের মধ্যে প্রশিক্ষণ খুবই আনন্দদায়ক।
ফোন	ঃ ৯৫৮৫১৮৫ (অঃ) ০১৫৫৩৫৯৪৫৬৫ (মোঃ)
ই-মেইল	ঃ manjurahmed2007@yahoo.com

নাম	**ঃ নূরজাহার বেগম**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ ১২০/সি-৫, এজিবি কলোনী মতিঝিল, ঢাকা।
স্থায়ী	ঃ গাজী পালশা, পোঃ বগুড়া উপজেলা-বগুড়া সদর, জেলা-বগুড়া।
রক্তের গ্রুপ	ঃ B+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ হযরত মোহাম্মদ (সঃ)
শখ	ঃ নতুন নতুন রান্না করা, মেহমানদারি, ধর্মীয় বই পড়া ফুলের বাগান করা এবং পুরান দিনের গান শুনা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ প্রশিক্ষনটি শিক্ষনীয় ও স্মরনীয়।
ফোন	ঃ অফিস ঃ ৯৫৭৫২৭২, বাসা ঃ ৯৩৩৫২২৬ মোবাইল ঃ ০১৭১০৯২৩২২৭
ই-মেইল	ঃ nurjahan.nb.@gmail.com

নাম ঃ **মোঃ আযীযুর রহমান**
পদবী ও কর্মস্থল ঃ সহকারী সচিব
জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়
ঠিকানা ঃ বর্তমান ঃ বি-১১৭, সি-৬, মতিঝিল এজিবি কলোনী, হাসপাতাল জোন, ঢাকা।
স্থায়ী ঃ হাবিব মনজিল, সি এন্ড বি রোড,
পশ্চিম বগুড়া, বরিশাল।
রক্তের গ্রুপ ঃ AB+
প্রিয় ব্যক্তিত্ব ঃ হযরত মোহাম্মদ (সঃ)
শখ ঃ তাবলীগের বয়ান শুনা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি ঃ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সুশৃংখল ও সুন্দর পরিবেশ। বিপিটিসি'র প্রশিক্ষন খুবই প্রসংশনীয়।
ফোন ঃ ০১৬৭৬৯২১৭৯৪
ই-মেইল ঃ

নাম ঃ **মোঃ শরাফত আলী**
পদবী ও কর্মস্থল ঃ সহকারী সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
ঠিকানা ঃ বর্তমান ঃ ১৩৭/৫, পাইকপাড়া সি-টাইপ সরকারী কলোনী, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
স্থায়ী ঃ গ্রাম-রাজাপুর, পোঃ ঘোড়াধাপ
উপজেলা+জেলা-জামালপুর।
রক্তের গ্রুপ ঃ O+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব ঃ মা
শখ ঃ খেলাধূলা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি ঃ এখানে খুবই ভাল লাগছে। চাকুরীর প্রথমে সকলস্তরে এধরনে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
ফোন ঃ ০১৯২৭০৯৬৫৬৬
ই-মেইল ঃ

নাম ঃ **মোঃ সেলিম মৃধা**
পদবী ও কর্মস্থল ঃ উপ-পরিচালক (রিপোর্টিং)
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়,
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
ঠিকানা ঃ বর্তমান ঃ এন,এ.ডি-৯ শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
স্থায়ী ঃ গ্রাম-চরআইচা, পোঃ খানপুর
উপজেলা-বরিশাল সদর, জেলা-বরিশাল।
রক্তের গ্রুপ ঃ A+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব ঃ ডাঃ এ.কিউ.এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী
শখ ঃ গান শোনা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি ঃ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, শৃঙ্খলা ও এখানকার সঠিক পরিবেশ প্রশিক্ষনের জন্য সন্তোষজনক।
ফোন ঃ ০১৫৫২৩৪১৩৮৩
ই-মেইল ঃ sallm.mridha@parliament.gov.bd

নাম	**ঃ ফ, ব, ম, রুহুল আমিন**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ এন.এ.ডি-৪, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
স্থায়ী	ঃ গ্রাম+পোষ্ট+উপজেলা-দশমিনা জেলা-পটুয়াখালী।
রক্তের গ্রুপ	ঃ O+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ মা ও বাবা
শখ	ঃ খেলাধুলা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ মনোরম পরিবেশে প্রকৃতির ছোঁয়ায় প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক কর্মজীবন ও ব্যক্তি বীজনকে সমৃদ্ধ করবে।
ফোন	ঃ ০১৫৫২৩৫১৪৪৩
ই-মেইল	ঃ ruhul.amin@parliament.gov.bd f.amin96@yahoo.com

নাম	**ঃ জয়ন্তী রাণী দাস**
পদবী ও কর্মস্থল	ঃ সহকারী পরিচালক (বিতর্ক সম্পাদনা) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
ঠিকানা ঃ বর্তমান	ঃ ১/২, যুগ্ম-সচিব হোস্টেল, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন আবাসিক এলাকা, ঢাকা। প্রযত্নে-মৃতঃ যোগেশ চন্দ্র দাস
স্থায়ী	ঃ গ্রাম-বান্দাখোলা, পোঃ+থানা-কালীগঞ্জ জেলা-গাজীপুর।
রক্তের গ্রুপ	ঃ AB+ Ve
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ বাবা
শখ	ঃ বাগান করা, গান শোনা।
প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি	ঃ উপভোগ্য।
ফোন	ঃ ০১৫৫২৪৪৩৮৪৩
ই-মেইল	ঃ joyantidas71@yahoo.com

কানাই লালশীল
সহকারী সচিব (১১১৫৭)
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থমন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেম

জন্মভূমি ও শৈশবের লীলাভূমির প্রতি যে ভালবাসা তার নামই দেশপ্রেম। জন্মভূমিকে ভালবাসা সকল মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুগে যুগে মানুষ নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। দেশের সেবায়, দেশের সম্মান ও স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে পারলে সত্যিকার দেশপ্রেমিক নিজেকে ধন্য মনে করেন। পক্ষান্তরে, এর বিপরীত ধারার মানুষও আছে যারা দেশদ্রোহী, জাতির শত্রু, মানবতার শত্রু এবং ইতিহাসে তাদেরকে সেভাবেই মূল্যায়ন করা হয় যুগে যুগে।

যেখানে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন, যেখানে মানবতা পর্যুদস্ত এমন অবস্থায় দেশ তথা দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য যুদ্ধ করা অবশ্য প্রয়োজন। এছাড়াও দেশের জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক কার্যকলাপের মাধ্যমেও দেশপ্রেম উদ্ভাসিত হয়।

১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণ দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন আমাদের বহু বীর মুক্তিযোদ্ধা। এছাড়া বহু নর-নারী পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা ধর্ষিত হয়ে, নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। তারা তাদের জীবন অকাতরে দান করেছেন এ মাটির সমতায়।

মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের আত্মত্যাগ আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত করে, গর্বিত করে ও উদ্ভাসিত করে। আগামী দিনে বাংলা মায়ের লক্ষ কোটি সন্তানের কাছে তাঁরা বেঁচে থাকবেন প্রেরণার উৎস হয়ে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো এবং ন্যায়ের পক্ষে লড়াইয়ের চেতনা হিসেবে। তাদের এ আত্মত্যাগ চির ভাস্বর, চিরস্মরণীয়, তাদের আত্মত্যাগ সম্মানের, অত্যন্ত গৌরবের।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি প্রথমেই আঘাতহানে আমাদের মাতৃভাষার ওপর। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এ দেশের ছাত্র-জনতা তাদের বুকের তাঁজা রক্ত দিয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি পরিকল্পিতভাবে এদেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ওপর ক্রমাগত আঘাত হানতে থাকে।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে এ দেশের মানুষের ভিতরে যে আত্মচেতনা সৃষ্টি হয় পরবর্তীতে তা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের রূপ নেয়।

বাঙালি জাতির ইতিহাস অনেক ত্যাগের, অনেক সংগ্রামের। বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে বাংলার আপামর মানুষ নানা অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার হয়েছেন যুগে যুগে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ঢাকায় নিরস্ত্র অসংখ্য বাঙালী নর-নারীকে পৈশাচিকভাবে নির্বিচারে গুলি করে গণহত্যা করে।

অতঃপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে এ মাটির মমতা হৃদয়ে লালন করে আপামর জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে আনতে। স্বাধীনতা আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। স্বাধীনতার ইতিহাস শুধু আমদের বিজয়ের আর গর্বের নয়, বেদনারও। স্বাধীনতার লাল সূর্যটা ছিনিয়ে আনতে সেদিন দেশপ্রেমিক প্রতিটি মুক্তিপাগল মানুষ জীবন বাজি রেখে হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন পাক-বাহিনীর ওপর। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। জানা-অজানা বহু মানুষ হারিয়ে গেছেন আমাদের মাঝ থেকে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাক-বাহিনী ও তাদের দোসররা গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে। এই নারকীয় অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে সেদিন এ দেশের জনগণকে। স্বাধীনতার জন্য জনগণের এই আত্মত্যাগ কখনোই ভোলার নয়।

দেশপ্রেমের জন্য চরম মূল্য দিয়েছেন এ দেশের সাধারণ মানুষ। দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাকামী মানুষগুলো অকাতরে জীবন দান করেছেন। যাদের বুকের তাজা রক্তে স্বাধীনতার অভিষেক হয়েছিল। তাঁরা বরণীয়, চির স্মরণীয়। (পরিমার্জিত)।

মোঃ রফিকুল ইসলাম
সহকারী সচিব (১১১৬৪)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ভিতরে বাহিরে পুরোপুরিই ময়মনসিংহের

ময়মনসিংহের অজ পাড়া গাঁ থেকে এসেছি একথা যেন কেউ বুঝতে না পারে সে চেষ্টা আমি একদিন করেছিলাম, যেদিন কলেজে ভর্তির উদ্দেশ্যে প্রথম ময়মনসিংহ শহরে এসেছিলাম। সেটা ছিল ১৯৭৩ সাল। প্রথমত: আমি গ্রাম থেকে এসেছি এটা যেন কেউ বুঝতে না পারে, তার জন্য গ্রাম্য ভাষা পরিহার করে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করেছিলাম; দ্বিতীয়ত: চলাফেরায় একটা স্মার্ট ভাব নিয়ে চলতাম। কিন্ত দুঃখের বিষয় আমি যতই চেষ্টা করতাম শহুরে হওয়ার ততই ধরা পড়ে যেতাম। তখনকার সময়ে ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে মেধাবী ছাত্ররা আসত পড়াশুনার জন্য। পলিটেকনিক এর নতুন ছাত্রাবাসের (বর্তমান খায়রুল ছাত্রাবাস) দোতলায় ২১০ নং কক্ষ ছিল আমার আবাস। হোস্টেলের বোর্ডার এবং ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝার চেষ্টা করতাম, কে কোন জেলার মানুষ। কে কোন জেলা থেকে এসেছে তা বুঝতে না পারলেও কোন কোন ছাত্র ময়মনসিংহের নয় তা সহজেই বুঝা যেত। যা হোক, পরবর্তীতে ঢাকা এসে অনার্স এবং মাস্টার্স পড়ার সময়েও বিভিন্ন জেলার অগনিত বন্ধুদের সঙ্গে মিশেছি। কিন্তু আমার জন্মস্থান যে ময়মনসিংহের গ্রামে তা আমি তাদের নিকট চেষ্টা করেও আড়াল করতে পারিনি, কোন না কোনভাবে ধরা পড়েই যেতাম। ময়মনসিংহ অঞ্চলের গ্রামের মানুষ অনেকটা সহজ-সরল প্রকৃতির এবং আমার মধ্যেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই, যার জন্যে অনেক বন্ধুরা তখন আমাকে ময়মনসিংহের বুদ্ধু অর্থাৎ বোকা বলেও আখ্যায়িত করেছে। সে সময়ে আমি বুঝতে পেরেছি "স্বরূপ কখনও আত্মগোপন করা যায় না" এবং এর চেষ্টা করাও উচিত নয়।"

আমি ময়মনসিংহের মানুষ। ময়মনসিংহের মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাদের সরলতা, আন্তরিকতা ও অতিথিপরায়নতা। গ্রামের লোকেরা এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে গেলে পুকুর পাড়ে গাছের ছায়ায় বসিয়ে অথবা বৈঠক ঘরে বসিয়ে কমপক্ষে পান তামাক দিয়ে আপ্যায়নের রেওয়াজ অতি প্রাচীন। হঠাৎ কারও সঙ্গে দেখা হলে তারা কুশল বিনিময় করে এভাবে, "কেমন আছুইন, বালা আছুইন, বাড়ির সবেই বালা? কই যাইন, বইয়া যাওহাইন" (কেমন আছেন, ভাল আছেন, বাড়ির সকলেই ভাল, কোথায় যান, বিশ্রাম করে যান) ইত্যাদি। ময়মনসিংহের মানুষের এ সরলতা ও আন্তরিকতা আমাদের গর্বের বিষয়। আমি একজন ময়মনসিংহবাসী তাই আমি গর্ববোধ করি।

ময়মনসিংহের মানুষের সরলতা ও আন্তরিকতা থাকলেও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্য একটি দিক হলো তারা তোষামোদ করে কাজ করতে জানে না এবং কোন কাজের জন্য কারো নিকট একবার গেলে সে যদি প্রথমেই করে দেয় তাহলে ভাল নতুবা দ্বিতীয়বার তার নিকট যেতে চায় না। বরং বলে অমুকের নিকট গেছলাম, কাজতো কইরা দেয় নাই, ভালো কইরা কথাও কইতে চায় না, খুব যাক্ (অহংকার) করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ময়মনসিংহবাসীকে এসবের উত্তরণ ঘটাতে হবে। যার যেরকম সুযোগ আছে, তা কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করতে হবে এলাকাবাসীকে সহযোগিতা করার। তাতে যদি কিছু Sacrifice-ও করতে হয় তাও করা উচিত।

২০০৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সর্বশেষ ময়মনসিংহ জেলা সমিতির সভায় যোগদান করেছি। মনে আছে সভায় যারা বক্তব্য রেখেছেন সকলেই ময়মনসিংহবাসীর উন্নতিকল্পে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। আমার কথাও তাই, আমরা যারা রাজধানীতে থাকি এবং যে, যে পদেই সমাসীন থাকি না কেন, প্রত্যেকেই যদি নিজের উন্নতির জন্য, নিজ নিজ এলাকার উন্নতির জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা পিছিয়ে পড়া থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারব এবং পরিণতিতে নিজের, এলাকার এবং দেশের উন্নতি হবে। ময়মনসিংহের গ্রাম থেকে ৩৫ বছর আগে বিদায় হলেও শিকড় প্রোথিত রয়েছে গ্রামেই। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন পড়ে রয়েছে গ্রামে। তাদের মায়ার টানে আমাদের অবশ্যই গ্রামে যেতে হয়। প্রত্যেকের সুযোগমত গ্রামের উন্নতিকল্পে বিশেষ করে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, রাস্তাঘাট, পল্লী-বিদ্যুৎ ইত্যাদির জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে কবি গুরুর একটি উক্তি মনে পড়েছে- "দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না........... নিজের সমস্ত ধন মন প্রাণ দিয়ে দেশকে যখনই আপন বলে জানতে পারব তখনই দেশ আমার স্বদেশ হবে (রবীন্দ্রনাথ, 'দেশের কাজ' পল্লী প্রকৃতি)।

ময়মনসিংহ জেলা ব্রহ্মপুত্র বিধৌত অঞ্চল। বিখ্যাত লোকগীতিকার ড. দীনেশ চন্দ্র সেন 'ময়মনসিংহ গীতিকা' লিখে সারা বাংলায় ময়মনসিংহের সংস্কৃতিকে পরিচিত করেছেন। পল্লী কবি জসিম উদ্দিন এর জন্মস্থান ফরিদপুরে হলেও তার বিখ্যাত গীতিকাব্য 'নকশী কাঁথার মাঠ'-এর নায়ক 'রুপাই'কে খুঁজে পেয়েছিলেন ময়মনসিংহের গফরগাঁও অঞ্চলে এসে। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল থেকে এসে দরিরামপুর স্কুলে পড়াশুনা করে ময়মনসিংহকে গৌরবান্বিত করেছেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মস্থান ময়মনসিংহে। ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু সারা দেশ থেকেই নয়, বিদেশ থেকেও ছাত্ররা আসে পড়াশুনা করতে। এসবই আমাদের ময়মনসিংহের গৌরব।

ময়মনসিংহে আম, জাম, লিচু, কলা, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল, আনারস প্রচুর ফলে। বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঠাল ময়মনসিংহ অঞ্চলেরই ফল। ময়মনসিংহ অঞ্চলে ধান, পাট ও অন্যান্য রবিশস্য প্রচুর উৎপন্ন হয়। ময়মনসিংহের বিরুই চাল, কাল জিরা চাল সর্বজন সমাদৃত।

ময়মনসিংহে প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে হালুয়াঘাটের সাদা মাটি (চীনা মাটি) উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মপুত্র বেসিনে গ্যাস অনুসন্ধানের একটি প্রকল্প সরকারের বিবেচনায় আছে বলে শুনেছিলাম। এছাড়া পত্রিকান্তরে, মাঝে মধ্যেই দেখি বৃহত্তর ময়মনসিংহের নেত্রকোনার গ্রামাঞ্চলে টিউবওয়েল বসাতে গিয়ে পাইপ দিয়ে গ্যাস উঠছে। ব্যাপক অনুসন্ধান চালালে হয়ত ময়মনসিংহ অঞ্চলেও গ্যাস, তেল বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

এতো বছর পূর্বে গ্রাম ছাড়লেও ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা আজও ছাড়তে পারিনি। চেষ্টা করলেও উহা বাদ দেয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। কার্যোপলক্ষ্যে একবার পাবনা গিয়েছি। পাবনা সার্কিট হাউজে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। হঠাৎ মনে পড়ল, পাবনার মানসিক হাসপাতালটি বিখ্যাত, এটি ভিজিট করলে কেমন হয়। সার্কিট হাউজের নাজির সাহেবকে একথা বলার পর পাগলাগারদের সুপারকে ফোন করলেন এবং হেমায়েতপুর পাগলাগারদে আমাকে নিয়ে গেলেন। পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করে বিভিন্ন ফ্লোরে ঘুরে ঘুরে অপ্রকৃতস্থ লোকদের চিকিৎসার খোঁজ-খবর নিচ্ছি। সে সময় প্রায় সুস্থ হয়ে গেছে এমন রোগীদের একটি ওয়ার্ডে আমাকে নিয়ে গেল। সে ওয়ার্ডে তরুণ বয়সের একটি ছেলের (রোগী) সঙ্গে কথা বলছি। ছেলেটি আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করল এবং কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি ইত্যাদি প্রশ্ন করল। আমি জবাব দিলাম এবং আরো দু'একটি কথা তার সঙ্গে বললাম। তখন ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, স্যার, আপনার বাড়ী কোথায়? উত্তর দিলাম, কেন, ঢাকায়। সে বললো, কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি একবার ময়মনসিংহের ভাষায়, একবার ঢাকার ভাষায় কথা বলছেন। আমি মনে মনে বললাম, এত সতর্কভাবে কথা বলছি তাও ধরা পড়ে গেলাম। সেদিন আবারো মনে হলো, যতই চেষ্টা করি না কেন, ভিতরে বাহিরে পুরোপুরিই যে ময়মনসিংহের।

পরিশেষে বলব, ধন্য আমি ধন্য, আমার জন্মভূমি ময়মনসিংহ যেন এক মুক্ত বিহঙ্গ। বীরাঙ্গনা সখিনার উপাখ্যানখ্যাত, মুক্তাগাছার রাজবাড়ী, গৌরীপুরের রাজবাড়ী, বোকাইনগরের দূর্গ, ঐতিহ্যময় মহুয়া-মলুয়াখ্যাত, ময়মনসিংহ গীতিকার উপাদান সমৃদ্ধ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত, বিদ্রোহী কবির কৈশোরের চঞ্চলতার পরশ পাওয়া আমার ময়মনসিংহ, বাংলার গর্ব শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, সৈয়দ নজরুল, আবুল মনসুরের ময়মনসিংহ। অকুতোভয় ভাষা শহীদ জব্বারের জন্মভূমি এ ময়মনসিংহ। গারো, হাজং, কোঁজ উপজাতির চারণভূমি, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, কংশ, সোমেশ্বরী নদী বিধৌত, ধান, পাট, আনারস ও বর্তমানে পাঙ্গাসের দেশ আমার এ ময়মনসিংহ।

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ্
সহকারী সচিব (১১২৩৯)
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

কাস্‌পিয়ান সাগর ঘুরে এলাম

বাংলাদেশ দূতাবাস ইরানে কর্মকালীন সময় (১৯৯৮-২০০৭) কাস্‌পিয়ান সাগর পরিবারসহ ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে। কাসপিয়ান সাগর প্রকৃতির এক উজ্জ্বল লীলা নিকেতন। কাসপিয়ান ইরানের উত্তরে গিলান প্রদেশে অবস্থিত। এই সাগরটির চারদিকে সাবেক রাশিয়ার CIS দেশ- যেমন- তুর্কিমিস্থান, তাজাকিস্থান, কিরগিস্থান ও উজবেকিস্থানের বিভিন্ন বন্দরে বড় বড় জাহাজের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন করা হয়। ইরান অবশ্য এ সাগরের ৬৭% শতাংশ সম্পদ পূর্বে থেকে ব্যবহার করে আসছে। এ সাগরে এবং সাগরের নীচে রয়েছে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। কাসপিয়ান এলাকাটি দেখতে অনেকটা বাংলাদেশের মতই নদীমাতৃক। এ এলাকায় বাংলাদেশের মত শিং, মাগুর, পাবদা, পুটি, শৈল ও বোয়াল মাছ পাওয়া যায়। এ সাগরে রয়েছে মহামূল্যবান টারজেন ফিস, যার ডিম ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানী করে ইরান বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকে। উল্লেখ্য, ১ কেজি টারজেন ফিসের ডিমের মূল্য ১২,০০০-১৫,০০০ মার্কিন ডলার। টারজেন ফিসের ডিমকে কেভিয়ার বলা হয়। কাসপিয়ান সাগরে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নৌ-ভ্রমণ বহুবার করেছি। সাগরের সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য যা কখনো ভোলার নয়।

কাসপিয়ান সাগরের ইরানীয়ান বেল্টে রয়েছে আলবুরজ পর্বতশৃঙ্গ, যার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৩০,০০০ ফুট। ঐ এলাকায় বাংলাদেশী কিছু সিলেটি ইরানীয়ান স্ত্রী নিয়ে বসবাস করছে। কারো কখনো ইরান ভ্রমণের সুযোগ হলে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য মন্ডিত কাসপিয়ান সাগর একবার নিজ চোখে দেখে আসবেন। সে দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, শুধুই হৃদয়ে চিরদিন অনুভব করা যায়।

মোঃ আযীযুর রহমান
সহকারী সচিব (১১২৮১)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ইসলামে নারীর অবদান ও মর্তবা

- একজন নেককার নারী ৭০ জন ওলীর চেয়ে উত্তম।
- একজন বদকার নারী এক হাজার বদকার পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট।
- একজন গর্ভবতী মহিলার দু'রাকাত নামাজ একজন গর্ভহীন মহিলার ৮০ রাকাত নামাজের চেয়েও উত্তম।
- যে মহিলা আল্লাহর ওয়াস্তে আপন সন্তানকে দুধ পান করায়, তার প্রত্যেক ফোঁটা দুধের বিনিময়ে এক একটি নেকী তার আমলনামায় লেখা হয়।
- যখন স্বামী বাইরে থেকে পেরেশান হয়ে বাড়ি ফিরে, তখন যদি তার স্ত্রী স্বামীকে সান্তনা দেয়, ঐ স্ত্রীকে জিহাদের অর্ধেক নেকী দান করা হয়।
- যে মহিলা আপন সন্তানদের কারনে রাতে ঘুমাতে পারে না, তাকে ২০টি গোলাম আজাদ করার নেকী দান করা হয়।
- যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মহব্বতের নজরে দেখে এবং স্ত্রীও স্বামীকে মহব্বতের নজরে দেখে, আল্লাহ গাফুরুর রাহীম ঐ দম্পতিকে রহমতের নজরে দেখেন।
- যে মহিলা অসুখের কারণে কষ্ট ভোগ করে এবং তার পরেও সে সন্তানদের সেবা যত্ন করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐ মহিলার পেছনের সমস্ত গুনাহ্ মা করে দেন এবং ১২ বছরের নেকী দান করেন।
- যে মহিলা বিসমিল্লাহ বলে খাবার প্রস্তুত করে আল্লাহ তায়ালা ঐ খাবারে বরকত দান করেন।
- যে মহিলা জিকিরের সাথে ঘর ঝাড়ু দেয়, আল্লাহপাক খানায়ে কা'বা ঝাড়ু দেয়ার ছওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করেন।
- যে মহিলা নামাজ রোযার পাবন্দী করে পবিত্রতা রক্ষা করে চলে এবং স্বামীর তাবেদারী করে চলে তাকে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।

- দুই ব্যক্তির নামাজ মাথার উপর উঠে না- (১) যে গোলাম তার মালিক থেকে পলায়ন করে; (২) ঐ নারী যে তার স্বামীর নাফরমানী করে।
- যে মহিলা গর্ভবতী অবস্থায় থাকেন তিনি বাচ্চা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত দিনে রোজা ও রাত্রে নামাজরত থাকার নেকী পেতে থাকেন।
- সন্তান প্রসবকালীন সময়ে প্রসবের যে কষ্ট হয়, প্রতিবারের ব্যথার কারণে হজ্বের নেকী দান করা হয়।
- সন্তান প্রসবের ৪০ দিনের মধ্যে মারা গেলে ঐ মহিলাকে শাহাদাতের ছওয়াব ও মর্তবা দান করা হয়।
- যখন বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করানো শেষ হয় তখন আসমান থেকে একজন ফেরেশতা সুসংবাদ দেন যে, আপনার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে।
- যখন স্বামী বিদেশ থেকে আসে তখন যে স্ত্রী খুশী হয়ে তাকে খানা খাওয়ায় এবং সফরকালীন সময়ে স্ত্রী স্বামীর কোন হকের খেয়ানত না করে, সে ১২ বছর নফল নামাজের ছওয়াব পাবে।
- যে স্ত্রী স্বামীর সন্তুষ্টি নিয়ে ইন্তেকাল করেন, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।
- যে স্বামী তার স্ত্রীকে একটি মাসয়ালা শিখাবে, সে স্বামীকে ৭০ বছর নফল ইবাদতের সওয়াব দান করা হবে।
- যে নারী স্বামীকে দ্বীনের উপর চলার জন্য তাগিদ করেন, তিনি মা আছিয়ার সাথে জান্নাতে যাবেন।
- যে সমস্ত মহিলাগণ পর্দা ও হায়া রক্ষা করে চলে স্বয়ং আল্লাহ তাদের সাথে সাক্ষাৎ দিবেন। যে সমস্ত মহিলাগণ পর্দা ও হায়া করে দুনিয়াতে চলবে না, তারা জান্নাতের খুশবুও পাবে না।
- যে মহিলা স্বামীকে আল্লাহর রাস্তায় পাঠিয়ে দেয় এবং নিজের স্বামীর অনুপস্থিতির কষ্ট খুশীর সাথে মেনে নেয় ঐ মহিলা পুরুষ অপেক্ষা ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে এবং ৭০ হাজার ফেরেশতা তার এস্তেকবাল করবে। তিনি হুরদের সর্দারনী হবেন। জাফরান দ্বারা তাকে গোসল করানো হবে এবং ইয়াকুত নির্মিত ঘোড়ায় ছওয়ার হয়ে একত্রে জান্নাতের দরজায় প্রবেশেয় জন্য অর্পেক্ষা করবে।

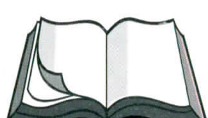

মোঃ দবিরুল ইসলাম
সহকারী সচিব (১১১৮৮)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

বেড়িয়ে আসুন কক্সবাজার

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, নদী- মেঘলা, একদিকে সমুদ্র, অন্যদিকে পাহাড় প্রকৃতির এক অপরূপ লীলা নিকেতন অপার সম্ভবনার আমাদের এ বাংলাদেশ। কবির ভাষায় বলতে হয়- 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর থেকে দু'পা ফেলিয়া....'। বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ ১২০ কি.মি. দৈর্ঘ্য পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত আমাদের কক্সবাজার যেন অপরূপ সৌন্দর্য মন্ডিত প্রকৃতির এক অনন্য বৈশিষ্টের সাগর দুহিতা। পরম করুণাময় আল্লাহ পাক কালামে বলেছেন "পৃথিবী ঘুরে তোমরা আমার নিদর্শন সমূহ দেখ"। প্রকৃতির অপরূপ লীলাভূমি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণে গেলে আপনি দেখবেন বড় বড় পাহাড়সম সাগরের ঢেউ গর্জন করে নেচে-নেচে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রকূলে। প্রকৃতির এ রূপ মাধুরী আর খেলা দেখে আপনার মন ভরে যাবে। আপনি মুগ্ধ হবেন, আর অন্তত একবার মহান স্রষ্টাকে মনে মনে স্মরণ করবেন। কেননা আপনি অবশ্যই হৃদয় দিয়ে চিন্তা করবেন কে এই বিশাল সাগরের স্রষ্টা, কোথা থেকে এলো এ গর্জন, কে এর স্রষ্টা। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন সাগর সৈকতের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল উঁচু-উঁচু পাহাড়ের দেয়াল। মহান স্রষ্টা যেন নিপুন হাতে তৈরি করেছেন এগুলো, তাঁর সৃষ্টির সেরা মানুষ এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য। একদিকে সাগর, অন্যদিকে পাহাড়ের সমন্বয়ে গড়া প্রকৃতির এমন অপরূপ দৃশ্য পৃথিবীতে নাকি খুব কমই আছে। সেদিক থেকে প্রকৃতির মহান স্রষ্টার অকৃপণ দানে আমরা ধন্য, না বললে আমরা তাঁর কাছে অকৃতজ্ঞ হয়ে যাব।

কক্সবাজার গিয়ে প্রকৃতির এসব সৌন্দর্য আপনি কিভাবে উপভোগ করবেন, কী কী দেখবেন, কীভাবে সেখানে যাবেন, কোথায় থাকবেন, কোথায় খাবেন ইত্যাদি তথ্য যাওয়ার পূর্বে জানা দরকার।

ঢাকা থেকে সরাসরি বাসে অথবা ট্রেনে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার যেতে পারেন। ঢাকার কলাবাগান, সায়দাবাদ, ফকিরাপুল থেকে গ্রীণলাইন, হানিফ, শ্যামলী ইত্যাদি পরিবহণের এসি, নন-এসি বাস কক্সবাজার যায়। বাসের সিট ভাড়া নন-এসি ৮০০-১০০০ টাকা, আর এসি বাসের সিট ভাড়া ১৮০০-২০০০ টাকা। পর্যটন হোটেল, মোটেল ছাড়াও এখন অনেক মান সম্পন্ন হোটেল রয়েছে সি-বীচের খুব কাছেই। সেগুলোর রুম ভাড়া একটু বেশী। তবে বর্তমানে এছাড়াও বিভিন্ন মানের প্রচুর হোটেল রয়েছে কক্সবাজারে। সমুদ্র সৈকত থেকে হাটা পথে ১৫/২০ মিনিট দূরত্বে মধ্যমানের হোটেলের রুম ভাড়া ৩০০-৫০০ টাকা প্রতিদিন। মধ্যম মানের যেসব খাবার হোটেল রয়েছে এর মধ্যে পউষী ও নিরিবিলি রেষ্টুরেন্ট উত্তম।

কক্সবাজার গিয়ে প্রথমে মেরীন ড্রাইভ রোড হয়ে গাড়ী বা সি.এন.জিতে চড়ে আপনি দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত বেরিয়ে দেখতে পারেন। প্রধান প্রধান সি-বীচগুলো হচ্ছে ডায়াবেটিক পয়েন্ট ঝাঁউবন, লাবনী, হিমছড়ি এবং ইনানী। কিন্তু লাবনী ও ইনানী হচ্ছে বেশী আকর্ষণীয় ও জনাকীর্ণ। হিমছড়ি কক্সবাজার শহর থেকে খুব বেশী দূরে নয়, মাত্র ছয়-সাত কি.মি. দূরত্ব হবে। মেরীন ড্রাইভ রোড হয়ে আপনি সি.এন.জি চালিত

মোঃ দবিরুল ইসলাম
সহকারী সচিব (১১১৮৮)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

বেড়িয়ে আসুন কক্সবাজার

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, নদী- মেঘলা, একদিকে সমুদ্র, অন্যদিকে পাহাড় প্রকৃতির এক অপরূপ লীলা নিকেতন অপার সম্ভবনার আমাদের এ বাংলাদেশ। কবির ভাষায় বলতে হয়- 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর থেকে দু'পা ফেলিয়া....'। বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ ১২০ কি.মি. দৈর্ঘ্য পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত আমাদের কক্সবাজার যেন অপরূপ সৌন্দর্য মন্ডিত প্রকৃতির এক অনন্য বৈশিষ্টের সাগর দুহিতা। পরম করুণাময় আল্লাহ পাক কালামে বলেছেন "পৃথিবী ঘুরে তোমরা আমার নিদর্শন সমূহ দেখ"। প্রকৃতির অপরূপ লীলাভূমি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণে গেলে আপনি দেখবেন বড় বড় পাহাড়সম সাগরের ঢেউ গর্জন করে নেচে-নেচে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রকূলে। প্রকৃতির এ রূপ মাধুরী আর খেলা দেখে আপনার মন ভরে যাবে। আপনি মুগ্ধ হবেন, আর অন্তত একবার মহান স্রষ্টাকে মনে মনে স্মরণ করবেন। কেননা আপনি অবশ্যই হৃদয় দিয়ে চিন্তা করবেন কে এই বিশাল সাগরের স্রষ্টা, কোথা থেকে এলো এ গর্জন, কে এর স্রষ্টা। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন সাগর সৈকতের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল উঁচু-উঁচু পাহাড়ের দেয়াল। মহান স্রষ্টা যেন নিপুন হাতে তৈরি করেছেন এগুলো, তাঁর সৃষ্টির সেরা মানুষ এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য। একদিকে সাগর, অন্যদিকে পাহাড়ের সমন্বয়ে গড়া প্রকৃতির এমন অপরূপ দৃশ্য পৃথিবীতে নাকি খুব কমই আছে। সেদিক থেকে প্রকৃতির মহান স্রষ্টার অকৃপণ দানে আমরা ধন্য, না বললে আমরা তাঁর কাছে অকৃতজ্ঞ হয়ে যাব।

কক্সবাজার গিয়ে প্রকৃতির এসব সৌন্দর্য আপনি কিভাবে উপভোগ করবেন, কী কী দেখবেন, কীভাবে সেখানে যাবেন, কোথায় থাকবেন, কোথায় খাবেন ইত্যাদি তথ্য যাওয়ার পূর্বে জানা দরকার।

ঢাকা থেকে সরাসরি বাসে অথবা ট্রেনে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার যেতে পারেন। ঢাকার কলাবাগান, সায়দাবাদ, ফকিরাপুল থেকে গ্রীণলাইন, হানিফ, শ্যামলী ইত্যাদি পরিবহণের এসি, নন-এসি বাস কক্সবাজার যায়। বাসের সিট ভাড়া নন-এসি ৮০০-১০০০ টাকা, আর এসি বাসের সিট ভাড়া ১৮০০-২০০০ টাকা। পর্যটন হোটেল, মোটেল ছাড়াও এখন অনেক মান সম্পন্ন হোটেল রয়েছে সি-বীচের খুব কাছেই। সেগুলোর রুম ভাড়া একটু বেশী। তবে বর্তমানে এছাড়াও বিভিন্ন মানের প্রচুর হোটেল রয়েছে কক্সবাজারে। সমুদ্র সৈকত থেকে হাটা পথে ১৫/২০ মিনিট দূরত্বে মধ্যমানের হোটেলের রুম ভাড়া ৩০০-৫০০ টাকা প্রতিদিন। মধ্যম মানের যেসব খাবার হোটেল রয়েছে এর মধ্যে পউষী ও নিরিবিলি রেষ্টুরেন্ট উত্তম।

কক্সবাজার গিয়ে প্রথমে মেরীন ড্রাইভ রোড হয়ে গাড়ী বা সি.এন.জিতে চড়ে আপনি দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত বেরিয়ে দেখতে পারেন। প্রধান প্রধান সি-বীচগুলো হচ্ছে ডায়াবেটিক পয়েন্ট ঝাঁউবন, লাবনী, হিমছড়ি এবং ইনানী। কিন্তু লাবনী ও ইনানী হচ্ছে বেশী আকর্ষণীয় ও জনাকীর্ণ। হিমছড়ি কক্সবাজার শহর থেকে খুব বেশী দূরে নয়, মাত্র ছয়-সাত কি.মি. দূরত্ব হবে। মেরীন ড্রাইভ রোড হয়ে আপনি সি.এন.জি চালিত

অটো বাইকে বা রিক্সায় চড়ে হিমছড়ি যেতে পারেন। ভাড়া খুব বেশী নিবে না। হিমছড়িতে ৩০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপরে রয়েছে একটি প্রাকৃতিক ঝর্ণা যা ২৩ টাকা দর্শনীর বিনিময়ে দেখা যায়। কক্সবাজার শহর থেকে মাত্র ৩২ কি.মি. দূরে উখিয়া উপজেলায় রয়েছে ইনানী বীচ। যে কোন গাড়ীতে যাওয়া যায়। কক্সবাজারের সবচেয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত বীচ ইনানী। এটি অনন্য বৈশিষ্ট ও বৈচিত্র্যের পাথর বীচ। সেখানে দেখা যায় বড় বড় পাথর সি-বীচে বিছিয়ে রয়েছে। আপনি সে সব পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছবি তুলে আপনার আনন্দদায়ক ভ্রমণের স্মৃতি ধরে রাখতে পারেন। সাগর সৈকতের বড় বড় পাথরগুলো হয়ত আবার আপনাকে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেবে এর মহান স্রষ্টার কথা।

কলাতলী মোড় থেকে চাঁন্দের গাড়ী রিজার্ভ করে অথবা বাসে বা টেম্পুতে রামু রামকোট বৌদ্ধ বিহার দেখতে যাওয়া যায়। চাঁন্দের গাড়ীর রিজার্ভ ভাড়া আসা-যাওয়া ২০০০/- টাকা (মোবাইল ঃ ০১৮১২৩৪৬৯০৫) বাসে জনপ্রতি ভাড়া মাত্র ১৫ টাকা, দূরত্ব ১৭ কিলোমিটার। বাসে বা সি.এন.জি অটোবাইকে গেলে পথে আপনার চোখে পড়বে নয়নাভিরাম বাঁকখালী নদী, কিছু মাঝারী উচ্চতার পাহাড়ের দৃশ্য, ঘর-বাড়ী, বিস্তৃর্ণ সবুজ শস্যক্ষেত্র ও গ্রামীন নানা দৃশ্য। চোখে পড়বে সারি সারি সুপারী ও নারকেল বাগান। সড়কের দু'ধারে সারি সারি ঝাউয়ের বিথী, যেন নীরবে দাঁড়িয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে কক্সবাজার ভ্রমণে। এসব দেখতে দেখতে কখন যে আপনার ভ্রমণের ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে আপনি তা টেরই পাবেন না। রামুর পথে এরপর আপনি দেখতে পাবেন রাবার বাগান। আপনি ইচ্ছা করলে রাবার বাগান এবং রাবার ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরীতে রাবার উৎপাদন পদ্ধতি নিজ চোখে দেখে যেতে পারেন। রামুতে ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য যে দুটো স্থান ভ্রমণ করতে পারেন তার একটি সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ আলোচিত রামু বৌদ্ধ মন্দির, এখানে বেশ উঁচু পাহাড়ের উপরে নির্মিত একশত ফুট লম্বা বৌদ্ধ মূর্তি রয়েছে "বিমুক্তি বিদর্শন ভাবনা বিহার" পুণঃ নির্মিত প্যাগোডার' নির্মাণ শৈলী এবং বহিরাঙ্গনের দৃশ্য নান্দনিক। এর কিছু দূরে রামকুট বৌদ্ধ বিহারে চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং রোপীত ১৪০০ শত বছর বয়সী কালের স্বাক্ষী একটি বিশাল বটবৃক্ষ রয়েছে, যার ডাল-পালা এখনও পত্র পল্লবীত। সে গাছের সুশীতল ছায়া যেন ভ্রমণ পিপাসুদের ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করে চলছে সুদীর্ঘ চৌদ্দশত বছর ধরে।

কক্সবাজারে আরো অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে সেগুলো হলো- সেন্টমার্টিন প্রবাল দ্বীপ, সোনা দ্বীপ, মহেশখালীতে লবণ চাষ পদ্ধতি, লবণ ম্যানফ্যাচারিং ফ্যাক্টরী, আদিনাথ মন্দির (মহেশখালী), শাহ পরীর দ্বীপ, কুতুবদিয়া দ্বীপের বাতিঘর, টেকনাফে মাথিনের কুপ, বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ পূর্ব সিমান্তের নাফ নদী। চকরিয়া উপজেলায় 'ডুলা হাজরা সাফারি পার্ক' কক্সবাজার শহরে হিলটপ সার্কিট হাউজের কাছে রাডার স্টেশন। কক্সবাজার শহরে অবস্থিত রাখাইন পল্লী। রিক্সা করে সহজে রাখাইন পল্লী পরিদর্শন করে তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানা যায়, যা ভ্রমণ পিপাসুদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে এবং ভ্রমণে এক নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

কক্সবাজার একবার এলে সাগর আপনাকে হাতছানি দিয়ে বারবার ডাকবে কক্সবাজার ভ্রমণে।

অটো বাইকে বা রিক্সায় চড়ে হিমছড়ি যেতে পারেন। ভাড়া খুব বেশী নিবে না। হিমছড়িতে ৩০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপরে রয়েছে একটি প্রাকৃতিক ঝর্ণা যা ২৩ টাকা দর্শনীর বিনিময়ে দেখা যায়। কক্সবাজার শহর থেকে মাত্র ৩২ কি.মি. দূরে উখিয়া উপজেলায় রয়েছে ইনানী বীচ। যে কোন গাড়ীতে যাওয়া যায়। কক্সবাজারের সবচেয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত বীচ ইনানী। এটি অনন্য বৈশিষ্ট ও বৈচিত্র্যের পাথর বীচ। সেখানে দেখা যায় বড় বড় পাথর সি-বীচে বিছিয়ে রয়েছে। আপনি সে সব পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছবি তুলে আপনার আনন্দদায়ক ভ্রমণের স্মৃতি ধরে রাখতে পারেন। সাগর সৈকতের বড় বড় পাথরগুলো হয়ত আবার আপনাকে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেবে এর মহান স্রষ্টার কথা।

কলাতলী মোড় থেকে চাঁন্দের গাড়ী রিজার্ভ করে অথবা বাসে বা টেম্পুতে রামু রামকোট বৌদ্ধ বিহার দেখতে যাওয়া যায়। চাঁন্দের গাড়ীর রিজার্ভ ভাড়া আসা-যাওয়া ২০০০/- টাকা (মোবাইল ঃ ০১৮১২৩৪৬৯০৫) বাসে জনপ্রতি ভাড়া মাত্র ১৫ টাকা, দূরত্ব ১৭ কিলোমিটার। বাসে বা সি.এন.জি অটোবাইকে গেলে পথে আপনার চোখে পড়বে নয়নাভিরাম বাঁকখালী নদী, কিছু মাঝারী উচ্চতার পাহাড়ের দৃশ্য, ঘর-বাড়ী, বিস্তৃর্ণ সবুজ শস্যক্ষেত্র ও গ্রামীন নানা দৃশ্য। চোখে পড়বে সারি সারি সুপারী ও নারকেল বাগান। সড়কের দু'ধারে সারি সারি ঝাউয়ের বিথী, যেন নীরবে দাঁড়িয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে কক্সবাজার ভ্রমণে। এসব দেখতে দেখতে কখন যে আপনার ভ্রমণের ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে আপনি তা টেরই পাবেন না। রামুর পথে এরপর আপনি দেখতে পাবেন রাবার বাগান। আপনি ইচ্ছা করলে রাবার বাগান এবং রাবার ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরীতে রাবার উৎপাদন পদ্ধতি নিজ চোখে দেখে যেতে পারেন। রামুতে ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য যে দুটো স্থান ভ্রমণ করতে পারেন তার একটি সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ আলোচিত রামু বৌদ্ধ মন্দির, এখানে বেশ উঁচু পাহাড়ের উপরে নির্মিত একশত ফুট লম্বা বৌদ্ধ মূর্তি রয়েছে "বিমুক্তি বিদর্শন ভাবনা বিহার" পুণঃ নির্মিত প্যাগোডার' নির্মাণ শৈলী এবং বহিরাঙ্গনের দৃশ্য নান্দনিক। এর কিছু দূরে রামকুট বৌদ্ধ বিহারে চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং রোপীত ১৪০০ শত বছর বয়সী কালের স্বাক্ষী একটি বিশাল বটবৃক্ষ রয়েছে, যার ডাল-পালা এখনও পত্র পল্লবীত। সে গাছের সুশীতল ছায়া যেন ভ্রমণ পিপাসুদের ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করে চলছে সুদীর্ঘ চৌদ্দশত বছর ধরে।

কক্সবাজারে আরো অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে সেগুলো হলো- সেন্টমার্টিন প্রবাল দ্বীপ, সোনা দ্বীপ, মহেশখালীতে লবণ চাষ পদ্ধতি, লবণ ম্যানফ্যাচারিং ফ্যাক্টরী, আদিনাথ মন্দির (মহেশখালী), শাহ পরীর দ্বীপ, কুতুবদিয়া দ্বীপের বাতিঘর, টেকনাফে মাথিনের কুপ, বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ পূর্ব সিমান্তের নাফ নদী। চকরিয়া উপজেলায় 'ডুলা হাজরা সাফারি পার্ক' কক্সবাজার শহরে হিলটপ সার্কিট হাউজের কাছে রাডার স্টেশন। কক্সবাজার শহরে অবস্থিত রাখাইন পল্লী। রিক্সা করে সহজে রাখাইন পল্লী পরিদর্শন করে তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানা যায়, যা ভ্রমণ পিপাসুদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে এবং ভ্রমণে এক নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

কক্সবাজার একবার এলে সাগর আপনাকে হাতছানি দিয়ে বারবার ডাকবে কক্সবাজার ভ্রমণে।

মীর মোশারেফ হোসেন
সহকারী সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

কিছু স্মরণীয় বাণী

বিধাতার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ হচ্ছে মানুষ হিসেবে মানুষের জন্য কিছু করা- বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

আমি আমার ভাগ্যকে বিশ্বাস করি, কর্মকে বিশ্বাস করি। মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবে বিবেচনা করোনা, তার কর্ম দ্বারা বিচার করো- স্যার টমাস ব্রাউনি।

কর্মতৎপরতা, মনের পবিত্রতা ও উত্তর ব্যবহার দ্বারা পৃথিবীকে স্বর্গের সমান করে তোলা যায়- উইলিয়াম উইল্টার।

মানুষের কল্যাণের জন্য প্রতিটি কাজ সম্মানজনক- উইলিয়াম ওয়াটসন।

সৎকাজে তোমরা একে অন্যের প্রতিযোগিতা কর- আল-কোরআন।

তাহারাই সৎকর্মী, যাহারা স্বীয় ক্রোধকে দমন করিতে পারে এবং অপরকে ক্ষমা করিতে পারে যখন ক্ষমা করা বিধেয়- আল-কোরআন।

দুনিয়ার কাজে এমনভাবে মশগুণ হও যেন তুমি চিরকালই বাঁচিয়া থাকিবে এবং আখেরাতের জন্য এমনভাবে কাজ করিয়া যাও যেন আগামীকালই তোমার মৃত্যু হইবে- আল-হাদীস।

কাজ যতই সামান্য হোক না কেন পরিশ্রমী আর বুদ্ধিমান লোক তা দিয়েই জীবনে উন্নতি লাভ করবে- বুকার ওয়াশিংটন।

প্রভু, কর্মে অক্ষমতা ও অলসতা হইতে আমাকে দূরে রাখিও- আল-হাদীস।

খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করাকেই আল্লাহ ভালবাসেন- আল-হাদীস।

তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির পিছনে পিছনে যায় তাহার আত্মীয়-স্বজন, ধন দৌলত ও কর্ম। উহাদের দুইটি অর্থাৎ শুধু আত্মীয়-স্বজন ও ধন দৌলত ফিরিয়ে আসে এবং একটি অর্থাৎ শুধু কর্মই সঙ্গে থাকে- আল-হাদীস।

কিছু কাজ পৃথিবীতে রেখে যেতে চাই এবং সেটাই হবে পৃথিবীতে আসার সার্থকতা- জর্জ হার্বার্ট।

এ জগতে শুভ কাজের অন্তরায় অনেক। শুভের পশ্চাতে অশুভ, আলোকের পশ্চাতে অন্ধকারের ন্যায় প্রতিনিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে- মোজাম্মেল হক

মানুষের জন্য কাজ করো- কার্লমাক্স।

যারা কাজ করতে চায় না, তারা কাজ করার পথ খুঁজে পায় না- এলবার্ট হাবার্ড।

কোন বিষয়ে সাফল্যের চাবি কাঠি হলো তার কাজ। কাজই বহন করে আনে তার সাফল্য- হিটলার।

মানুষের কল্যাণ করা বিধাতাকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র উপায়- ফ্রাঙ্কলিন।

আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, বিপদের সময় দু'হাত তুলে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করা- মানুষের জন্য কল্যাণ ডেকে আনে-ইমাম গাজ্জালী (রঃ)।

চারটি জিনিস মানুষকে বড় বেশী কষ্ট দিয়ে থাকে মন্দ পড়শী, অবাধ্য সন্তান, বাচাল স্ত্রী এবং বহু লোক পূর্ণ বাসস্থান- মসিউদি।

আমরা মানুষরাও এক শ্রেণী রকয়েদী, কারণ আমরা যা খুশী তা-ই করতে পারি না- প্লেটো।

জয়ন্তী রানী দাস
সহকারী পরিচালক
(বিতর্ক সম্পাদনা)
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিষয়ক কিছু সাধারণ তথ্য

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন

বাংলাদেশ আইন সভা বা জাতীয় সংসদ একটি এককক্ষ বিশিষ্ট ৩৫০ সদস্যের আইনসভা যার ৩০০ জন সদস্যের প্রত্যেকে একক নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট ৫০ জন সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য। সংসদের মেয়াদকাল পাঁচ বছর। ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল প্রথম জাতীয় সংসদ গঠিত হয়।

বর্তমান দশম সংসদের শুরু ২০১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি। বাংলাদশের জাতীয় সংসদ ভবন পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ আইনসভা ভবন। আমেরিকার প্রখ্যাত স্থপতি অধ্যাপক লুই আই কান এই ভবনের নকশা প্রণয়ন করেন। জাতীয় সংসদের ২১৫ একর এলাকার মধ্যে আরও রয়েছে উন্মুক্ত সবুজ পরিসর, একটি মনোরম জলাধার এবং সংসদ সদস্যদের কার্যালয়। ১৯৬১ সালে এ ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮২ সালের ২৮ জানুয়ারী এর উদ্বোধন করা হয়।

প্রধান ভবনের নকশা

নয়টি পৃথক ব্লক নিয়ে পুরো ভবনটি স্থাপিত। আটটি প্রান্তস্থ ব্লকের প্রত্যেকটির উচ্চতা ১১২ ফুট এবং মধ্যস্থ অষ্টভূজ ব্লকটির উচ্চতা ১৫৫ ফুট। এই নয়টি ব্লকে রয়েছে বিভিন্ন সংসদীয় কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত স্থান। ব্লকগুলো পরস্পরের সাথে সংযোগ-পথ, সিঁড়ি, লিফট ইত্যাদি দিয়ে আনুভূমিক ও উল্লম্বভাবে যুক্ত। সম্পূর্ণ কাঠামোটির নকশা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে কোন ব্লককেই আলাদা মনে না এবং বাইরে থেকে সংসদ ভবনকে একক ভবন হিসেবে প্রতীয়মান হয়। একটি প্রান্তস্থ ব্লকের দ্বিতীয় তলায় মূল কমিটি কক্ষগুলো অবস্থিত। মন্ত্রীবৃন্দ এবং স্থায়ী কমিটির সভাপতিদের পাশাপাশি সকল সংসদ সদস্য এবং সংসদ কর্মকর্তাদের জন্য এই ভবনে অফিস কক্ষ রয়েছে। সংসদ সচিবালয়ের অফিসও এই ভবনে অবস্থিত।

সংসদ কক্ষ

মূল ভবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সংসদ কক্ষ যেখানে অধিবেশন চলাকালীন ৩৫৪ জন সংসদ সদস্য আসন গ্রহণ করতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ অতিথিবৃন্দের জন্য রয়েছে দুটো গ্যালারি। অধিবেশন কক্ষটি অধিবৃত্তাকার বহিরাবরণ সদৃশ ছাদ সম্বলিত যার সর্বোচ্চ উচ্চতা ১১২ ফুট। দিনের আলো ভবনে প্রবেশ করার সুবিধার্থে ছাদে পর্যাপ্ত খোলা জায়গা রাখা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেয়াল এবং অষ্টভূজ আধেয়তে প্রতিফলিত হয়ে দিনের আলো সংসদ কক্ষকে আলোকিত করে। আলোর দক্ষ এবং নান্দনিক ব্যবহার লুই আই কানের স্থাপত্য শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কৃত্রিম আলোর সুচিন্তিত ব্যবহার প্রাকৃতিক আলো প্রবেশ বিন্দুমাত্র ব্যাহত করে না। অধিবৃত্ত সদৃশ এই বর্মাকৃতি ছাদ থেকে একটি যৌগিক ঝাড়বাতি ঝোলানো রয়েছে। এই ঝাড়টি যে ধাতব জালিকার সাথে যুক্ত তা সম্পূর্ণ সংসদকক্ষের জন্য পৃথক পৃথক আলোর বন্দোবস্ত করেছে।

সংসদ কক্ষ ব্লকের উচ্চতর লেভেলে অতিথি পর্যবেক্ষক এবং সাংবাদিক গ্যালারী রয়েছে। এই অংশ থেকে পুরো সংসদ কক্ষটি নজরে আসে। এই ব্লকে আরো রয়েছে একটি লাইব্রেরী (১ম লেভেলে), সংসদ সদস্যদের লাউঞ্জ (৩য় লেভেলে) এবং পার্টি কক্ষ (শেষ লেভেল)।

আসনসংখ্যা

সংসদ কক্ষে সংসদ সদস্যদের আসন .... ৩৫৪টি
ভিআইপি গ্যালারি .... ৫৬টি আসন
কর্মকর্তা .... ৪১টি আসন
সাংবাদিক .... ৮০টি আসন
অতিথিবৃন্দ .... ৪৩০টি আসন

সংসদ ভবন সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য

আর সি সি	-২৫মিলিয়ন বর্গফুট
সিঁড়ি	-৫০টি
টয়লেট	-৩৪০টি
দরজা	-১৬৩৫টি
জানালা	-৩৩৫টি
বিভাজক	-২৮৮টি
কাঁচের শাটার	-৩৫,৮৫০বর্গফুট
কাঠের শাটার	-৫,৮৫০বর্গফুর
কাঠের প্যানেল	-১,৩৩,৫০০বর্গফুট
প্রস্তাবিত ব্যয়	-৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা (১৯৬৫ সাল)
প্রথম সংশোধিত ব্যয়	-৩৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা (১৯৭৭ সাল)
দ্বতীয় সংশোধিত ব্যয়	-৮৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা (১৯৮০ সাল)
সংশোধিত পরিবর্তিত ব্যয়	-১২৮ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা
ভবনের উচ্চতা	- ১৫৫ ফুট ৮ ইঞ্চি
সংসদ কক্ষের উচ্চতা	-১২২ ফুট

সংসদ	মেয়াদকাল		স্থায়িত্ব
	শুরু	শেষ	
প্রথম	৭ এপ্রিল ১৯৭৩	৬ নভেম্বর ১৯৭৫	২ কছর ৬ মাস
দ্বিতীয়	২ এপ্রিল ১৯৭৯	২৪ মার্চ ১৯৮২	২ বছর ১১ মাস
তৃতীয়	১০ জুলাই ১৯৮৭	৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭	১ বছর ৫ মাস
চতুর্থ	১৫ এপ্রিল ১৯৮৮	৬ ডিসেম্বর ১৯৯০	২ বছর ৭ মাস
মঞ্চম	৫ এপ্রিল ১৯৯১	২৪ নভেম্বর ১৯৯৫	৪ বছর ৮ মাস
ষষ্ঠ	১৯ মার্চ ১৯৯৬	৩০ মার্চ ১৯৯৬	১২ দিন
সপ্তম	১৪ জুলাই ১৯৯৬	১৩ জুলাই ২০০১	৫ বছর
অষ্টম	২৮ অক্টোবর ২০০১	২৭ অক্টোবর ২০০৬	৫ বছর
নবম	২৫ জানুয়ারি ২০০৯	২৪ জানুয়ারি ২০১৪	
দশম	২৯ জানুয়ারি ২০১৪	চলমান	

(লেখিকা কর্তৃক সংগৃহীত)

Abdul Motleb Howlader
Assistant Secretary (11140)
Ministry of Labour & Employment

Necessity of Social Values

Man is the best creation of Almighty. As a social being man cannot live along. In the human society there are father, mother, sister, brother, elders, younger, senior, junior etc. In the modern civil society there are also certain rules. As social being we have to obey the rules of the society. So we respect the elders or superiors. On the other hand, we show affection to the younger. Social values are inter related with social system. Social values are nothing but some perceptions regarding social system.

As a member of a society we have to follow certain systems of the society. Moreover, we have to acquire some humanitarian qualities such as honesty, justice, truthfulness, unity, discipline, sincerity, morality and integrity etc. The aforesaid qualities have social values in our society. So these are treated as social values.

Nowadays, we often hear about the crisis of social values in the society. The main causes of the deterioration of social values are illiteracy, unemployment, frustration, poverty, corruption etc. As a result social values are decreasing day by day in the society and the society is losing its unity, dignity and image.

Today we see in the society indiscipline, anarchy, chaos and confusion, terrorism, extremism. extortion, violence etc. thest are increasing day by day at alarming rate. At present women violance brutal heinous crimes and activities also increasing due to lack of social values in the society. To build up a congenial civil society we nee to hold the values in the society. Social values are very much important factor for the society. It is very necessary for the mental growth of the people and their moral development.

In the context of teachings of social values, etiquette, manners and good conduct are very necessary in our families, schools, colleges and universities to increase and maintain social values. Moreover, every person high or low, rich or poor in the society as human being should develop the habit of good manners in their attitude and behavior in their day to day life. Parents have more responsibilities and a vital role to play on teaching their children good manners and mounding their lives accordingly, Upholding the social values we should maintain social values in every respect and observance of religion may go a long way in removing anti social activities and establishing peace in the society.

মোঃ সুলতান আহমেদ
সহকারী সচিব (১১২৩৮)
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা তুমি নির্মল ঝর্ণা
আত্মার সুধা সুখ
তোমাকে পেয়ে ভুলে গেছি
যত দুঃখ, বেদনা, ভূখ।

লক্ষ শহীদ ঢালিল রক্ত
তোমাকে পাওয়ার তরে
সকল সাধ আজ পূর্ণ হলো
হৃদয় গেল ভরে।

পরাধীনতার শৃঙ্খল বেদী,
গোলামীর জিঞ্জির,
খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেল
সব হায়েনার পিঞ্জির।

স্বাধীনতা তুমি রক্ত গোলাপ
শিমুল পলাশ ফুল,
গগণ বিদারী জয় উৎসবে
মেতেছে মর্ত্যকুল।

স্বাধীনতা তুমি শিশির মুক্তা,
ভোরের পাখির গান,
তোমার পরশে মৃত্যু নদীতে
জেগেছে জোয়ার বাণ।

স্বাধীনতা তুমি মুক্ত বলাকা
আকাশ জোড়া নাম,
মহাকালের মহীয়সী তুমি
চিরঞ্জীব, অম্লান।

ডাঃ মোহাম্মদ আলী তপাদর
সহকারী সচিব (১১১২৪)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা

যার নেই কোন গতি সেই খায় হোমিওপ্যাথি

লক্ষণ ভিত্তিক এক চিকিৎসা, নামে হোমিওপ্যাথি
এ মেডিসিন তিনি খান, যার নেই কোন গতি ॥

ধনী-গরীব-কুলি-মজুর, প্রথমে খায় এলোপ্যাথি
সহায় সম্বল সব হারিয়ে, ঔষধ খায় হোমিওপ্যাথি ॥

বিপিএটিসি-তে পাঁচ ঔষধের প্রথম অক্ষর পাই
ঔষধগুলোর কিছু লক্ষণ, লিখে দিলাম তাই ॥

বি-তে ঔষধ ব্রায়োনিয়া, হোমিও মেডিসিন
এর কিছু লক্ষণ, একবার নিচে দেখে নিন ॥

পি-তে পিওনিয়া অফ, আছে দেখ মেডিসিন
বিশ ফোঁটা মাদার আর হাফ আউন্স অলিভওয়েল
নিয়ে মলম বানিয়ে নিন ॥
পাইলস আর ভগন্দরে, লাগান দিনে তিনবার,
আল্লাহ চাহেতো জ্বালা যন্ত্রণা, থাকবে নাকো আর ॥

এ-তে আছে আর্ণিকা মন্ট, ঔষধ বড়ই মূল্যবান
মচকে গিয়ে ব্যাথা হলে, মাদার টিংচার লাগান।

টি-তে আছে থুজা ঔষধ, সাইকোসিসের মেডিসিন
নাকের পলিপ আর আঁচিলে, তার মাদার টিংচার লাগিয়ে দিন ॥

সি-তে ঔষধ ক্যালেনডুলা, মাদার আছে তার
কেঁটে গেলে, পানি মিশিয়ে লাগান তিনবার ॥

টাকা পয়সা সহায়-সম্বল, হারানোর ভয় নেই,
কম খরচে হোমিও চিকিৎসা, সবাই জেনে নেই ॥

খোদার কাছে এ মোনাজাত করি বারে বার,
খোদা তুমি ভালো রেখো, রোগী সব আমার ॥

মোঃ দবিরুল ইসলাম
সহকারী সচিব (১১১৮৮)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

স্মৃতি অম্লান

পাখির কুজন আর
মুয়াজ্জিনের আযান ধ্বনিতে,
হয় যেন একাকার
পিএটিসি রুটিন
শৃঙ্খলার ঘন্টা ধ্বনি।

শান্ত-সৌম্য, মনোরম পরিবেশে
বিকশিত পুষ্পরাজী,
সৌরভ ছড়ায় যেন জীবনকুঞ্জে।

এখানে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে
হলো মেল বন্ধন।
হলো কত জানাজানি,
জীবনের কথা বলি,
জীবনের পথে চলি।
কেহ কাকে নাহি ছাড়ি,
গাহি জীবনের জয়গান।

উদ্ভাসিত মোদের প্রাণ,
পিএটিসি'র স্মৃতিমাখা মধুক্ষণ,
হয়ে থাক চির মহীয়ান,
চির অম্লান।

মনজুর আহম্মেদ
সহকারী সচিব (১১২৭৫)
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

তোমার জন্য কবিতা

চাঁদের যেমন কলঙ্ক মুছে যাবে না
আলোর পিছনে আঁধার থাকবেই,
কিছু কিছু দুঃখ গুমরে কাঁদবেই
প্রতি বসন্তে, বর্ষায় ---- ।

যে শুধু জ্বলবেই নিশীদিন
জ্বালবেনা আদিমকালের
গহন গুহায় আলো তার
কে বলে তাকে নূরজাহান,
কে বলে জগতের আলো তুমিই!

সেবার প্রদীপ হাতে আসে নাকো কেহ
বলেনাতো ক্ষণকাল অপেক্ষা কর;
ভয় নেই, ভয় নেই-
এই দেখ, এই দেখ
আমি এসেছি প্রিয় ।

দারুন উপেক্ষিত হয়েও
অপেক্ষা করে যে রাত
নিশব্দ, নিস্পন্দ;
নির্বাক কাটে যে মুহূর্ত ।
আকাশের তারা দেখে,
বিধ্বস্ত যে নাবিক খোঁজে
নগরীর পোতাশ্রয়,
পূর্ণিমার চাঁদ দেখে,
তোমারই অনুভবে
রচিত হয় যে কবির কাব্য
তুমি একান্তই তার,
একান্তই তার ।

Md. Jahagir Hossain
Assistant Secretary
Ministry of Industry

Life is Action

Through this painful path
In the darkened night go ahead,
Go ahead to reach the destination,
If you do not succeed,
Try again to proceed.
To fall behind all the sorrows,
To overcome all the wall of hurdles,
Work hard day and night,
To find the beauty of life.

Like a soldier take the burden
On you shoulder;
In fair and foul,
Be you up and doing,
To work in full swing.

বিপিএটিসির রেক্টর মহোদয় ও কর্মকর্তাবৃন্দ ও ৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণ।

মেস কমিটি।

সাহিত্য-সংস্কৃতি ও প্রকাশনা কমিটি।

ক্রীড়া কমিটি।

প্রশিক্ষণরত ৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের শ্রেণীকক্ষ কার্যক্রম।

সকালে ব্যায়ামরত ৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণ।

ভলিবল খেলার মাঠে প্রশিক্ষণার্থীগণ।

ভলিবল খেলার মাঠে প্রশিক্ষণার্থীগণের ভলিবল খেলার দৃশ্য।

ডাইনিং রুমে ৭ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ।

কক্সবাজার জেলা প্রশাসক এর সাথে কক্সবাজার পরিদর্শক দল।

রংপুর তাঁজহাট জমিদার বাড়িতে পরিদর্শক দল।

খুলনা জেলা প্রশাসক এর সাথে খুলানা পরিদর্শক দল।

DC & HIS Officials (Rajshahi) With Participants.

View of BPATC

View of BPATC

KALACHAND SARKER
ASSISTANT SECRETARY
M/O Expatriates Welfare and Overseas Employment.

A SMALL TRUTH TO MAKE LIFE 100%

IF
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
is equal to
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1.	**Hard Work** H+A+R+D+W+O+R+K 8+1+18+4+23+15+18+11=98%	2.	**Knowledge** K+N+O+W+L+E+D+G+E 11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%
3.	**Love** L+O+V+E 12+15+22+5=54%	4.	**Luck** L+U+C+K 12+21+3+11=47%
	(don't most of us think this is the most Important???)		Then What makes 100%?
5.	Is it **money**?... No!!! M+O+N+E+Y 13+15+14+5+25+72%	6.	**Leadership?**...No!!! L+E+A+D+E+R+S+H+I+P 12+5+1+4+5+18+19+9+16=89%
	Every problem has a solution, only if we perhaps change our attitude.		**To go to the top, to that 100% Wgat we really need to go further............** **A bit more..............**
7.	**ATTITUDE** A+T+T+I+T+U+D+E 1+20+20+9+20+21+4+5=100%		It is OUR ATTITUDE to wards life and work that makes our Life 100%!!!
	ATTITUDE IS EVERYTHING **Change your ATTITUDE......** **And you change your life !!!**		NOW THAT YOU KNOW THE ANSWER WHAT WILL YOU DO ABOUT IT? THE LEAST YOU CAN DO IS TO SHARE THIS MESSAGE WITH THOSE YOU CARE.

নং	পরিচিতি নং	কর্মকর্তাদের নাম	পদবী	কর্মস্থল	সেল ফোন নম্বর
০১	১১১২৪	জনাব মোহম্মদ আলী তপাদার	সহকারী সচিব	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০১৯৩২৭১৫২৮৬
০২	১১১৩১	জনাব আমানত উল্লা খান	সহকারী সচিব	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০১৭১০৮২৮৬২৭
০৩	১১১৩৩	জনাব মোঃ নূরুন নবী চৌধুরী	সহকারী সচিব	অর্থ বিভাগ, অর্ত মন্ত্রণালয়	০১৬৭১৮২৬৪০৩
০৪	১১১৪০	জনাব আব্দুল মতলেব হাওলাদার	সহকারী সচিব	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০১৫৫২৪৯৮৮২২
০৫	১১১৫৭	জনাব কানাই লাল শীল	সহকারী সচিব	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	০১৭১৮৭৩৮৪০২
০৬	১১১৬৪	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	সহকারী সচিব	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১৭১৫৩২৪১৪৮
০৭	১১১৬৬	জনাব মোঃ আবদুল জব্বার	সহকারী সচিব	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	০১৭৬০২২৫৬৩০
০৮	১১১৬৯	জনাব মোঃ আজিজ উল্লাহ	সহকারী সচিব	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	০১৫৫৬৩৩২১৫৪
০৯	১১১৭৬	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা	সহকারী সচিব	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	০১৯১২০৮১৬০৭
১০	১১১৮৭	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বেপারী	সহকারী সচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়	০১৭১৪৬৪৩২৩৬
১১	১১১৮৮	জনাব দবিরুল ইসলাম	সহকারী সচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	০১৭৩৮০৮১১১৭
১২	১১১৮৯	বেগম মোরশেদা আখ্তার	সহকারী সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	০১৭২৮৭৭৭৫৪৪
১৩	১২০৫	জনাব মোঃ মহিউদ্দিন	সহকারী সচিব	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১৭১৬৫৬৪০৭৭
১৪	১১২৩১	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী সচিব	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০১৯৪৭৬৮২৪১৬
১৫	১১২৩২	জনাব কালাচাঁদ সরকার	সহকারী সচিব	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০১৯১৬০৩৪৫১৯
১৬	১১২৩৮	জনাব মোঃ সুলতান আহমেদ	সহকারী সচিব	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	০১৫৫২৪৯৯৩৯৩
১৭	১১২৩৯	জনাব মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ	সহকারী সচিব	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০১৯১৮১৮৩২৮৯
১৮	১১২৪৬	জনাব মীর মোশারেফ হোসেন	সহকারী সচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়	০১৭২৬২৯৮২১৮
১৯	১১২৫১	জনাব মোঃ গোলাম জিলানী	সহকারী সচিব	সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	০১৭১৬২০৩৪০২
২০	১১২৬৫	জনাব সুশীল কুমার পাল	সহকারী সচিব	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	০১৯১৩৪৮৫৯২৪
২১	১১২৭০	জনাব নাজমুল হক	সহকারী সচিব	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০১৭২৭৩০৭০৫৪
২২	১১২৭৫	জনাব মনঞ্জুর আহমেদ	সহকারী সচিব	শিল্প মন্ত্রণালয়	০১৫৫৩৫৯৪৫৬৫
২৩	১১২৭৮	বেগম নূরজাহান বেগম	সহকারী সচিব	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০১৭১০৯২৩২২৭
২৪	১১২৮১	জনাব মোঃ আযীযুর রহমান	সহকারী সচিব	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০১৬৭৬৯২১৭৯৪
২৫	১১২৮৮	জনাব মোঃ শরাফত আলী	সহকারী সচিব	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	০১৯২৭০৯৬৫৬৬
২৬		জনাব মোঃ সেলিম মৃধা	উপ-পরিচালক (রিপোটিং)	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	০১৫৫২৩৪১৩৮৩
২৭		জনাব ফ,ব,ম রুহুল আমিন	সহকারী পরিচালক (রিপোটিং)	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	০১৫৫২৩৫১৪৪৩
২৮		বেগম জয়ন্তী রানী দাস	সহকারী পরিচালক (বিতর্ক সম্পাদনা)	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	০১৫৫২৪৪৩৮৪৩